দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 0 2 DEC 2006

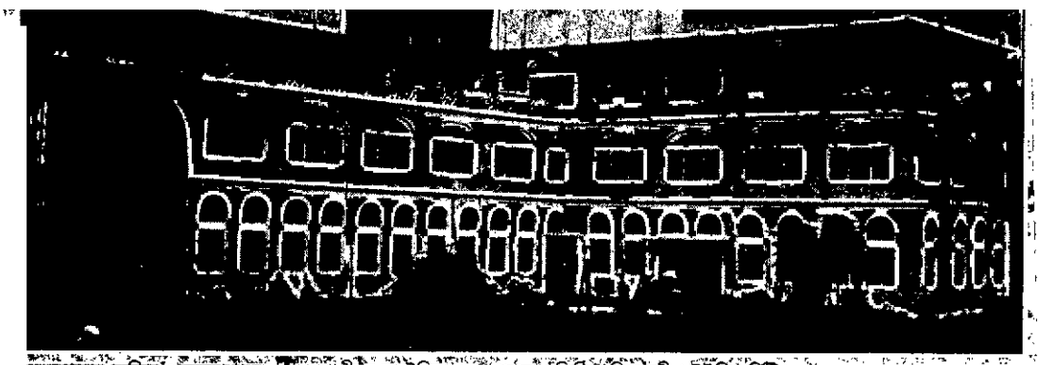

কক্সবাজার অফিস : কক্সবাজারের মহেশখালীতে অস্ট্রেলিয়ান সরকারের প্রতিষ্ঠিত লিডারশীপ ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রধান ভবন

মহেশখালীতে লিডারশীপ ইউনিভার্সিটি কলেজের যাত্রা শুরু

শামসুল হক শারেক

কক্সবাজারের মহেশখালীতে শুরু হতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া সরকারের অধীনে লিডারশীপ ইউনিভার্সিটি কলেজ নামের বিশ্বমানের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আগামী ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে মহেশখালীর গোরকঘাটায় নির্মিত কলেজ ক্যাম্পাসে প্রথম সেমিস্টারের ক্লাস শুরু হচ্ছে। মহেশখালীর কৃতী সন্তান বর্তমান অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক ডঃ রশিদের একান্ত প্রচেষ্টায় অস্ট্রেলিয়ান সরকার এই উদ্যোগ গ্রহণ করে বলে জানা গেছে। এতে করে কক্সবাজার তথা দক্ষিণ চট্টগ্রামের অধিকারবঞ্চিত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় পড়ালেখা করার বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এল. ইউ. সি (লিডারশীপ ইউনিভার্সিটি কলেজ)-এর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ রশিদ রাশেদ জানান, তিনিও এক সময় মহেশখালীর গোরকঘাটা গ্রামের অধিকারবঞ্চিত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সুযোগ না পাওয়ায় এ রকম অসংখ্য গ্রামা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়েছে। তাই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার বিকাশের জন্য অস্ট্রেলিয়ান সরকারের সহযোগিতায় তিনি এল. ইউ. সি প্রতিষ্ঠা করেন। অস্ট্রেলিয়া সরকারের শিক্ষা বিভাগের টেকনিক্যাল এন্ড ফারদার এডুকেশন' এই কলেজের পার্টনার। এল. ইউ. সির নির্মাণ ব্যয়, শিক্ষক নিয়োগ ও ছাত্রদের শিক্ষা বৃত্তিসহ একশ' ভাগ ব্যয় অস্ট্রেলিয়ান সরকার বহন করছে। ডঃ রাশেদ আরো জানান, কক্সবাজার তথা দক্ষিণ চট্টগ্রামের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ ৩.৫ পাওয়া ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাথমিকভাবে এই সুযোগ দেয়া হচ্ছে। বিশ্বমানের পড়ালেখার মাধ্যমে ইসলামিক রীতিনীতি চর্চার মাধ্যমে যোগ্য লিডারশীপ তৈরীর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এল. ইউ. সি। তাই এল. ইউ. সির প্রত্যেক ছাত্রকে আই.ই.এল.টি.এস (ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ লেংগুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম) কোর্সের মাধ্যমে, যোগ্য করে গড়ে তোলা হবে। ডঃ রশিদ আরো জানান, এল. ইউ. সিতে প্রাথমিক পর্যায়ের ১৫০ ছাত্র-ছাত্রীকে নেয়া হবে। এল. ইউ. সি যেহেতু অস্ট্রেলিয়ান সরকারেরই প্রতিষ্ঠান, সেহেতু এর শিক্ষার মাধ্যম হবে একশ' ভাগ ইংরেজী। এল. ইউ. সিতে তিন সেমিস্টার তথা দেড় বছর কোর্স শেষে উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে কম্পিউটার সোসাইটি অস্ট্রেলিয়ার অনুমোদিত ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট দেয়া হবে। জানা গেছে, এল. ইউ. সি থেকে উত্তীর্ণ ছাত্ররা এই ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট নিয়ে এল. ইউ. সির তত্ত্বাবধানে সরাসরি অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনি, ইউনিভার্সিটি অব ওলংগং ও ইউনিভার্সিটি অব নিউক্যাসল ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার যে কোন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। এ ছাড়াও এই সার্টিফিকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় যে কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করারও সুযোগ পাবে। এল. ইউ. সির ছাত্ররা প্রত্যেক সেমিস্টারের জন্য ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা করে স্কলারশীপ পাবে বলেও জানা গেছে। এল. ইউ. সি ক্যাম্পাসে যোগাযোগ করে জানা গেছে, আগামী ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে এল. ইউ. সির মহেশখালী গোরকঘাটা ক্যাম্পসে প্রথম সেমিস্টারের ক্লাশ শুরু হবে। ইতোমধ্যে দশ কোটি টাকা ব্যয়ে আট একর জায়গার উপর প্রশাসনিক ভবনসহ এল. ইউ. সির ক্যাম্পাস তৈরীর কাজ প্রায় এখন শেষ পর্যায়ে। আরো জানা গেছে, ৪ জন শিক্ষক অস্ট্রেলিয়ায় প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তারাই এল. ইউ. সির ক্লাস নেবেন। এছাড়াও একজন অস্ট্রেলিয়ান সরকারের ডস বা ডাইরেক্টর অব স্টাডিজ এল. ইউ. সি ক্যাম্পসে সার্বক্ষণিকভাবে শিক্ষা পদ্ধতি মনিটরিং করবেন বলে জানা গেছে। এল. ইউ. সিতে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে মহেশখালীর গোরকঘাটায় এল.ইউ. সি ক্যাম্পাস- ০১৭১৫০০৩১০৩৩ নম্বরে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জানা যেতে পারে। উল্লেখ্য, ডঃ রশিদ মহেশখালীর গোরকঘাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি লিবিয়ার ইসলামিয়া দাওয়া কলেজ থেকে অনার্স পাস করেন। ১৯৯৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাস করেন। ২০০০ সালে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাকওয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ল' ফ্যাকাল্টি থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ইতোমধ্যে তিনি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব লাভ করেন। তিনি এল. ইউ. সির প্রধান উদ্যোক্তা এবং এল. ইউ. সির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন।